13

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 JAN 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রশাসনিক দুর্বলতা ও স্বজনপ্রীতি ॥ ক্ষতিপূরণ আদায়ে ব্যর্থতা

পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির চক্রান্ত ॥ বোর্ডের ৫০ লাখ টাকা গচ্চা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত না করার চক্রান্তের কারণে টেক্সট বুক বোর্ডকে কমপক্ষে অর্ধ কোটি টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। এ ছাড়া নিম্নমানের কাগজে প্রাথমিক শ্রেণীর বই ছেপে, একাধিক বইয়ের পঞ্জিটিতে ভুলের জন্যও বোর্ডের বিপুল অর্থ অপচয় হয়েছে। অথচ স্বজনপ্রীতি ও দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারণে বোর্ড কর্তৃপক্ষ দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে।

একাধিক সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, জাতীয় ইতিহাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করে নতুনভাবে বই প্রকাশের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু বিপুল সংখ্যক বই ছাপা ও বাঁধাই হয়ে যাওয়ার পর ধরা পড়ে যে বেশ কিছু বইয়ে জাতীয় ইতিহাস কমিটির সুপারিশ বহির্ভূত কিছু উদ্দেশ্যমূলক তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ সব তথ্যসহ পাঠ্যবই একবার বাজারে ছাড়তে পারলে সূক্ষ্মভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পূর্বের ন্যায় বিতর্কিত করার প্রক্রিয়াই অব্যাহত থাকতো। যেমন নবম-দশম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে 'বাংলাদেশ অভ্যুদয়' পরিচ্ছেদে একটি প্রশ্ন ছিল— "কে, কখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?" জাতীয় ইতিহাস কমিটির সুপারিশ ছিল প্রশ্নটিকে এভাবে উপস্থাপন করার। কিন্তু এ সুপারিশকে উপেক্ষা করে পাঠ্যপুস্তকে ছাপা হলো— "কে, কখন, কোথায়, কারপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?" এ ছাড়া ইতিহাস কমিটির আরেকটি সুপারিশ ছিল— ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে জাতির জনকের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার জন্য তাঁর নামের পূর্বে বঙ্গবন্ধু উপাধি লিখতে হবে। কিন্তু এ সুপারিশটি সুকৌশলে উপেক্ষা করে বেশ কয়েক জায়গায় শুধুমাত্র 'শেখ মুজিবুর রহমান' লেখা হয়েছে। এ সব ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় ইতিহাস সংশ্লিষ্ট অংশগুলোকে অসংখ্য ভুলসহ ছাপা হয়েছে।

পরে বিষয়টি ধরা পড়লে তাড়াহুড়া করে ছাপা হয়ে যাওয়া বিপুলসংখ্যক বই বাতিল করে দিয়ে তা আবার সংশোধিত অবস্থায় নতুনভাবে প্রকাশ করা হয়। ভুলভাবে ছাপা হয়ে যাওয়া উক্ত বিপুলসংখ্যক বই বাতিলের ফলে সরকারের প্রায় অর্ধ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে একটি সূত্রে জানা গেছে।

এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যায়, ভুলের কারণ জানতে চেয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কারিকুলাম স্পেশালিস্টের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। উক্ত স্পেশালিস্টও এর একটি দায়সারা গোছের জবাব দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের গচ্চা যাওয়া অর্থ কিভাবে পুনরুদ্ধার হবে সে সম্বন্ধে বলা হয়নি কিছুই। নির্ভরযোগ্য একটি সূত্রে জানা গেছে, কেবল এ ক্ষেত্রেই নয়; টেন্ডার বরাদ্দ, স্বজনপ্রীতিসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় টেক্সট বুক বোর্ডে এখন অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শীর্ষপর্যায়ের কর্মকর্তার আত্মীয় হওয়ার সুবাদে অনেকেই বড় বড় কাজ পেয়ে যাচ্ছেন। অনিয়মের মাধ্যমে আধাখেচড়া কাজ করেও পুরো বিলই উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এ ধরনের একটি ঘটনা দেখা গেছে এবার চতুর্থ শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বইয়ের ক্ষেত্রে। জানা গেছে, একটি প্রেস উক্ত বইয়ের এক লাখ দশ হাজার কপি মুদ্রণের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উন্নতমানের মালয়েশিয়ার কাগজ সরবরাহ নেয়। কিন্তু ছাপার পর দেখা যায় বইয়ের বেশকিছু অংশ ছাপা হয়েছে নিম্নমাণের নিউজপ্রিন্ট দিয়ে। প্রেসটির মালিক বোর্ডের একজন শীর্ষ ব্যক্তির আত্মীয় বলে পুরো বিষয়টিই ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। এছাড়াও নবম শ্রেণীর অর্থনীতি বইয়ের পঞ্জিটিতে ভুল ধরা পড়ার পরেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও কার্যাদেশের পরই আগাম বিল পরিশোধ করার নজিরবিহীন দৃষ্টান্তও স্থাপন করা হয়েছে।